মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদসহ আহ্বায়ক কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় সদর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও জেলা বিএনপির সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাশাপাশি, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ড থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

মুচলেকায় মুক্তি পেলেন বিএনপি নেতা জাফর আলী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক জাফর আলীকে (৫৯) মুচলেকায় পরিবারের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল।

তিনি জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাফর আলীর বড় ভাই বজলুল হকের জিম্মায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য: শুক্রবার ভোরে তার নিজবাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল,একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্পাদক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাফর আলীকে (৫০) আটক করেছে সেনাবাহীনির গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার ভোরে তার নিজ বাড়ি এলাঙ্গি থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনা ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা জাফর আলীর বাড়িতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বাড়ির ভিতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ তল্লাশি করা হয়। এসময় বাড়ির আঙ্গিনা সংলগ্ন পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে গাংনী সেনাক্যাম্পে নেয়া হয় এবং পিস্তলের প্রকৃত মালিকানা যাচাইয়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও তিনটি ককটেলসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, জাফর আলীকে থানায় হস্তান্তর করেছে সেনাবাহিনী। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা

খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কালীগঞ্জে ১৬ পিচ ককটেলসহ বিএনপি কর্মী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার পীর গোপালপুর গ্রাম থেকে ১৬ পিচ ককটেলসহ রাজ্জাক মোল্লা নামের এক বিএনপি কর্মীকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাতে ৩ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা ওই গ্রামের আবসার আলী মোল্লার ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে জামাল ইউনিয়নের পীর গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। সেসময় রাজ্জাক মোল্লার বাড়ি থেকে ১৬ টি ককটেল ও ককটেল তৈরীর উপকরণ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আবু তাহেরের পিতা এবং বিএনপির একজন কর্মী। তবে তার কাছ থেকে যে ককটেল পাওয়া গেছে এর দায়ভার সংগঠন নেবে না।

কালীগঞ্জে সংঘর্ষে নিহত দুই জনকে নিয়ে জামায়াত-বিএনপির ঠেলাঠেলী

সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুইপক্ষের সংঘর্ষে নিহত হয় দুই ভাই। নিহতরা জামায়াত নাকি বিএনপি কর্মী তা নিয়ে চলছে দল দুদলের ঠেলাঠেলী।

বিএনপি বলছে নিহতরা জামায়াত কর্মী আর জামায়াত বলছে তারা কোনদিনও তাদের কর্মী ছিলো না। ঘটনাটি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার জামালা ইউনিয়নের।

জানা যায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফের সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে পহেলা জুন সকালে ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অন্তত ৫ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মহব্বত হোসেন নামের একজনের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুরে নেওয়ার পথে তিনি মারা যায়। আহত হয় তার ভাই ইউনুছ আলীসহ আরও ৪ জন। ঘটনার ৩ দিন পর মহব্বত আলীর বড় ভাই ইউনুছ আলী রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এ ঘটনার পর থেকেই নিহত দুই ভাইকে নিয়ে দায় এড়াতে শুরু হয়েছে বিএনপি ও জামায়াতের ঠেলাঠেলি। নিহতদের জামায়াত কর্মী বলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও, শনিবার সকালে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াত সেই দাবি সাফ উড়িয়ে দিয়েছে।

গত ১১ জুন উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে দাবী করা হয় নিহতরা জামায়াত কর্মী। দীর্ঘদিন তারা জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। প্রমাণ হিসেবে জামায়াতের একটি অনুষ্ঠানে নিহত ইউনুছ আলীর উপস্থিতির ছবি তুলে ধরা হয়।

শহরের নলডাঙ্গা সড়কের কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের দলীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ

সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস রহমান মিঠু।

এদিকে শনিবার সকালে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াত সেই দাবি সাফ উড়িয়ে দিয়েছে। কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের বাকুলিয়ায় জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা জামায়াতের আমীর আব্দুল হক মোল্লা স্পষ্টভাবে বলেন, “নিহত মতব্বত আলী ও ইউনুছ আলী কখনও জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এ হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবি জানিয়েছে জামায়াত নেতা বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কখনোই হত্যার রাজনীতি করে না।

কিন্তু গত ১১ জুন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যগ্ম আহবায়ক ইলিয়াস রহমান মিঠু নিহত ইউনুছ আলীকে জামায়াত কর্মী ও সন্ত্রাসী বলে দাবি করেন। অথচ বিএনপি কর্মী হত্যাকান্ডের পর বিএনপির জেলা ও উপজেলার একাধিক শীর্ষ নেতা নিহত ইউনুছ আলীকে বিএনপির কর্মী বলে উল্লেখ করেন। যার ভিডিও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশে নিহতের ভাই ইয়াকুব আলী বিশ্বাস বলেন, আমার ভাই বিএনপি কর্মী হওয়ায় আওয়ামী লীগের ভয়ে ১৬ বছর পালিয়ে ছিলেন। আওয়ামীলীগ সরকার পতনের পর দেশে এসে তার দল বিএনপি সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হলো।

লিখিত বক্তব্যে উপজেলা জামায়াতের আমির জোর দিয়ে বলেন, একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই জামায়াতের কর্মী হতে পারে না। জামায়াতের কর্মী হওয়ার জন্য নিদ্দিষ্ট সিলেবাস ও কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়। কোন সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ বা এমন কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ আছে এমন ব্যক্তি জামায়াতের কর্মী হওয়ার ন্যুনতম কোন সুযোগ নেই। অথচ সংবাদ সম্মেলনে ইলিয়াস রহমান মিঠু বার বার তাদের দলীয় কর্মীকে জামায়াতের কর্মী বলে প্রচার করার চেষ্টা করেন। এরমধ্যে দিয়ে জামায়াতকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। সংবাদ সম্মেলন থেকে বিএনপির এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান উপজেলা জামায়াত।

কালীগঞ্জ বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত, ২ নেতাকে বহিষ্কার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ও কোলা ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও বাড়িঘর ভাংচুরের ঘটনায় উপজেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

একই সাথে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ডাক্তার নুরুল ইসলাম এবং উপজেলা বিএনপির সদস্য আশরাফ হোসেন (মহুরি) কে দলীয় সকল পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হযেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার দিকে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সাঈদ জোয়ার্দ্দার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, জামাল ও কোলা ইউনিয়নে অভ্যন্তরিন কোন্দল সংঘর্ষে রুপ নেয়,এতে দুইজন নিহত ও বাড়িঘর ভাংচুরের প্রেক্ষিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট হইতে আদিষ্ট হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

এছাড়াও পরবর্তীতে উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত যদি কেউ থাকে, অধিকতর ও তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মহব্বত হোসেন (৬০) নামের একজন নিহত হয়েছে।

আহত হয়েছে আরও ৪ জন।

রোববার (১ জুন) সকালে উপজেলার নাকোবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সাথে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফ’র সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে রোববার সকালে ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মহব্বত হোসেনের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ফরিদপুরে রেফার্ড করা হয়। দুপুরে ফরিদপুর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল হাওলাদার বলেন, সংবাদ শুনেই ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

লাঠি হাতে ফিরবো প্রয়োজনে, দেখবো কার হাতে কত শক্তি

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, এই কমিটির সুযোগ নিয়ে, এই অযোগ্য নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগের দোসরা বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় কমিটির সদস্য হচ্ছে। যারা কমিটি ও দল গোছানোর দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের সাবধান করি এইসব ফ্যাসিস্টের দোসরদের কমিটিতে প্রশ্রয় দিবেন না। যদি দেন, আমরা বাধ্য হবো ধরে নিয়ে থানায় জমা দিতে।

মনে রাখবেন, প্রতিরোধ করার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তা আমাদের আছে। হাজার হাজার মানুষ প্রয়োজন হলে লাঠি হাতে করে ফিরতে হবে দেখবো কাদের হাতে কত শক্তি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি (বীর উত্তম) জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত

বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন মাসুদ অরুন।

তিনি আরো বলেন, আমরা জানি, আওয়ামী লীগের সেই নিপীড়নকারী শক্তি আমাদের কমিটির উপর ভর করে আমাদের নির্যাতিত মানুষদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ধৈর্যের সীমা আছে। প্রশাসনের মধ্যে এখনো আওয়ামী লীগের ভূত বাস করছে।

প্রশাসনকে বলি সতর্ক হবেন। ঈদের পর নাম ধরে ধরে ঘেরাও করা হবে। জনগণের বাইরে গিয়ে, মেহেরপুরের মানুষের স্বার্থের বাইরে গিয়ে কোনো কর্মকাণ্ড দল বা প্রশাসন কাউকে আমরা চালাতে দেব না, ইনশাল্লাহ।

আজ শনিবার (৩১ মে) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের দলে কিছু শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেই শহীদরা কবরে শহীদ হয়নি এখনো জীবিতই আছে! তারা বিরাট মুক্তিযোদ্ধা, আমি জানি না, তারা কোথায় যুদ্ধ করেছে।

আমরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৬-১৭ বছর যুদ্ধ করেছি, মাসুদ অরণ্যের নেতৃত্বে। যারা মিল্টনের আগে বক্তব্য দিতে নাক সিটকাত, তারা আজ মিলটনের ব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে, চা বয়ে বেড়াচ্ছে। এই হলো আমাদের সিনিয়র নেতা যারা কখনোই কোনো সংগ্রামী ছিল না।

যুবলীগের পদে আছে যুবলীগের সভাপতি সে হচ্ছে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি। আমাদের আমঝুপিতে প্রতিরোধ হয়েছে, পরে রাতের আঁধারে কমিটি করেছে। একজনের নাম হয়েছে চঞ্চল সে সারা জীবন আওয়ামী লীগ করল। প্রতিটি আওয়ামী লীগের প্রোগ্রামে বুদ্ধিজীবী হিসেবে থাকতো। জীবনেও তাকে বিএনপির ধারের কাছেও দেখিনি। সে হয়েছে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি।

আলোচনা সভায় জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট
মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি

জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়নে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জাতীয় সংগীতের তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দলীয় সংগীত পরিবেশন, শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো এবং পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আফারুল ইসলাম ডাবলু ও সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কামরুজ্জামান মুকুল ও আবু হাসনাত সানি। পরে সভাপতি পদ থেকে সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে আবু হাসনাত সানি তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আফারুল ইসলাম ডাবলু সভাপতি ও কামরুজ্জামান মুকুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “নতুনভাবে দেশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপিকে নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপি মনে করে, গতকাল (আমঝুপিতে) হামলা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অংশ। আপনারা বিএনপিকে দুর্বল করতে চান, কিন্তু আপনাদের অভিলাষ বাংলাদেশের মাটিতে আর পূরণ হবে না।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট

কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি, সাবেক সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহমেদ প্রমুখ। এ সময় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।